স্বল্প পরিসরে মুজিবনগর দিবস পালিত

জনসমাগম না করে সামাজিক দুরুত্ব বজায় রেখে স্বল্প পরিসরে পালিত হয়েছে ১৭ই এপ্রিল ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস।

শুক্রবার সকালের প্রথম প্রহরে ৫:৪০ মিনিটে ৩১ বার তপদ্ধনীর মধ্যে দিয়ে দিবসের সূচনা করা হয়।

পরে মুজিবনগর শেখ হাসিনা মঞ্চের সামনে আনুষ্ঠানিক ভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন জেলা প্রশাসক আতাউল গনি। এসময় উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার এস.এম মুরাদ আলী।

এবং সূর্যোদয়ের সাথে সাথে মুজিবনগর সৃতিসৌধে প্রশাসনের পক্ষে পুষ্পমাল্য, অর্পন করেন জেলা প্রশাসক আতাউল গনি, জেলা পুলিশের পক্ষে পুলিশ সুপার এস.এম মুরাদ আলী।
এছাড়া জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও মেহেরপুর-১ আসনের এমপি ফরহাদ হোসেনের পক্ষে ও বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদের পক্ষে পুষ্পমাল্য অর্পন করেন মেহেরপুর জেলা প্রশাসক আতাউল গনি ও পুলিশ সুপার এস.এম মুরাদ আলি।

এ ছাড়াও পুষ্পস্তবক অর্পন করেন, মেহেরপুর -২ আসনের সংসদ সদস্য সাহিদুজ্জামান খোকন, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম রসুল, মেহেরপুর পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এম.এ খালেক, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট ইব্রাহিম শাহিন, মেহেরপুর সদর উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলাম, জিয়াউদ্দিন বিশ্বাস, মেহেরপুর-মুজিবনগর আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও রাজনৈতিক-সরকারি নেতৃবৃন্দরা।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তৌফিকুর রহমান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম, পুলিশ সুপার(সার্কেল) মুস্তাফিজুর রহমান, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনি, মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুল হাশেম।

মেপ্র/আরপি

বগুড়ায় ঢাকাফেরত পুলিশ সদস্য করোনায় আক্রান্ত, উপজেলা লকডাউন

বগুড়ার আদমদীঘিতে ঢাকায় কর্মরত এক পুলিশ কনস্টেবল (২৯) করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালের ল্যাব থেকে তার পজিটিভ রিপোর্ট এসেছে।

উপজেলা প্রশাসন রাত ১২টা থেকে আদমদীঘি উপজেলা লকডাউন ঘোষণা করেছে।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা একেএম আবদুল্লাহ বিন রশিদ যুগান্তরকে এর সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

আদমদীঘি উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার-পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. শহীদুল্লাহ দেওয়ান জানান, আদমদীঘি উপজেলার নশরতপুর ইউনিয়নের শাওইল কাঞ্চনপাড়া গ্রামের জনৈক ব্যক্তির ছেলে ঢাকায় পুলিশ কনস্টেবল পদে চাকরি করেন। সর্দি-কাশিতে আক্রান্ত হয়ে তিনি গত ১০ এপ্রিল মোটরসাইকেলে ঢাকা থেকে বাড়িতে ফেরেন। তিনি গত ১৩ এপ্রিল আদমদীঘি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের বহির্বিভাগে চিকিৎসা নিতে আসেন। তখন চিকিৎসকদের সন্দেহ হলে তার শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করা হয়। ওই নমুনা রামেক হাসপাতাল ল্যাবে পাঠানো হয়েছিল। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সেখান থেকে পাঠানো রিপোর্টে ওই পুলিশ কনস্টেবলকে করোনাভাইরাস পচিটিভ উল্লেখ করা হয়।

আদমদীঘি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা একেএম আবদুল্লাহ বিন রশিদ জানান, ওই যুবক গত কয়েক দিন নিজ এলাকা ছাড়াও বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত করেছেন। তাই পুরো উপজেলা লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে। পরিবারে স্ত্রী ছাড়া অন্য কোনো সদস্য নেই। তাই স্ত্রীসহ তাকে বগুড়া মোহাম্মদ আলী হাসপাতাল আইসোলেশন ইউনিটে পাঠানো হয়েছে।

বগুড়ার ডেপুটি সিভিল সার্জন ডা. মোস্তাফিজুর রহমান তুহিন জানান, করোনাভাইরাস আক্রান্ত ওই যুবককে বগুড়া আইসোলেশনে আনা হয়েছে। সূত্র-যুগান্তর

ইউনিয়ন থেকে ওয়ার্ড পর্যায়ে ত্রাণ কমিটি করা হচ্ছে : হানিফ

আওয়ামীলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবউল আলম হানিফ এমপি বলেছেন, ইউনিয়ন থেকে ওয়ার্ড পর্যায়ে ত্রাণ কমিটি করা হচ্ছে। এই কমিটি কর্মহীন মানুষ যাদের ত্রাণ সহায়তা দরকার তাদের তালিকা করে তাদেরকে ত্রাণ সহায়তা দেয়া শুরু হয়েছে। সারাদেশব্যাপী সমাজের সকল কর্মহীন মানুষের মাঝে এটা অব্যাহত থাকবে।

গতকাল বৃহস্পতিবার (১৬ এপ্রিল) বেলা সাড়ে ১১টায় কুষ্টিয়া আড়াইশ’ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে করোনা ভাইরাস শনাক্ত করার পলিমার্স চেইন রিএকশান (পিসিআর) ল্যাব উদ্বোধনকালে সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন।

পিসিআর ল্যাব উদ্বোধনের ফলে নতুন করে কুষ্টিয়ায় করোনা ভাইরাস শনাক্তের পরীক্ষা (টেষ্ট) শুরু হলো।

কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) ডাঃ তাপস কুমার সরকার জানান, কুষ্টিয়াসহ আশপাশের কয়েক জেলার রোগীরা এখানে এসে নমুনা সংগ্রহ ও করোনা শনাক্তকরণ এবং চিকিৎসা নিবে। তবে ফলাফল ঘোষনা হবে আইইডিসিআর থেকে।

পিসিআর ল্যাব উদ্বোধনের সময় কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মোঃ আসলাম হোসেন, পুলিশ সুপার এসএম তানভির আরাফাত ও সিভিল সার্জন ডাঃ এ এইচ আনোয়ারুল ইসলামসহ স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, কুষ্টিয়ায় করোনা আক্রান্ত রোগীদের জন্য বিভিন্ন হাসপাতালে ১০০ আইসোলেশন বেড প্রস্তুত রাখা হয়েছে। তবে কোন

আইসিইউ ও ভেন্টিলেটর নেই এখানে। এখন পর্যন্ত কুষ্টিয়ায় করোনা আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয়নি।

মুজিবনগর দিবসের প্রস্তুতি পরিদর্শনে ডিসি-এসপি

১৭ এপ্রিল ঐতিহাসিক মুজিবনগর পালন উপলক্ষে মুজিবনগর আম্রকাননে সকল প্রস্তুতি পরিদর্শন করেছেন মেহেরপুর জেলা প্রশাসক আতাউল গনি ও পুলিশ সুপার মুরাদ আলী।

বৃহস্প্রতিবার বিকালে তারা মুজিবনগর সৃতিসৌধের সকল প্রস্তুতির যায়গা ঘুরে দেখেন।

এ সময় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তৌফিকুর রহমান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম, পুলিশ সুপার(সার্কেল) মুস্তাফিজুর রহমান, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনি, মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুল হাশেম উপস্থিত ছিলেন।

উল্যেখ্য,করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবসের কর্মসূচি এবার সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে।

সংক্ষিপ্ত কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে ৩১ বার তোপধ্বনি, স্মৃতিসোধে পুষ্পস্তবক অর্পণ, জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও তিন উপজেলায় তিনটি তোরণ নির্মাণ।

করোনায় পুরো দেশ ঝুঁকিপূর্ণ

ঘোষণা

করোনাভাইরাস বিস্তার রোধে পুরো দেশকে ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণা করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় স্বাস্থ্য অধিদফতরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. আবুল কালাম আজাদ স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ ঘোষণা দেয়া হয়।

দেশে করোনাভাইরাসে গত ২৪ ঘণ্টায় রেকর্ড ১০ জনের মৃত্যুর পরই এ ঘোষণা এল। এ ছাড়া একই দিন রেকর্ড সংখ্যক ৩৪১ জন রোগী শনাক্ত হয়েছে।

স্বাস্থ্য অধিদফতরের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, করেনাভাইরাসের সংক্রমণ প্রশমনে জনগণকে অবশ্যই ঘরে অবস্থান করতে হবে। অতীব জরুরি প্রয়োজন ব্যতীত ঘরের বাইরে বের হওয়া যাবে না। এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় চলাচল কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হবে। এ ছাড়া সন্ধ্যা ৬টা থেকে সকাল ৬টা পর্যন্ত কেউ ঘরের বাইরে যেতে পারবে না।

এসব নির্দেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট প্রশাসন ও কর্তৃপক্ষকে ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। যুগান্তর

মেহেরপুরে করোনা মোকাবেলায় ট্রাফিক পুলিশের অভিযান অব্যাহত

করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে মানুষকে রক্ষা করার লক্ষ্যে সতর্কতা অভিযান পরিচালনা করা হয় মেহেরপুর জেলা ট্রাফিক পুলিশের পক্ষ থেকে।

বৃহস্পতিবার বিকালে জেলা ট্রাফিক ইনস্পেক্টর ইসমাইল হোসেনের নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালনা করা হয় মেহেরপুর হোটেল বাজার মোড়ে।

মেহেরপুর জেলা ট্রাফিক ইনস্পেক্টর ইসমাইল জানান, করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে আমরা প্রতিনিয়ত অভিযান পরিচালনা করে যাচ্ছি, যারা অযথা রাস্তায় ঘোরাঘুরি করছে তাদের মামলা দেওয়া হয়েছে এবং বেশ কিছু অবৈধ যানবাহন আটক করা হয়েছে।

তিনি আরো জানান, যারা যথাযথ কাজের জন্য বাইরে এসেছে তাদেরকেও ছাড় দেওয়া হচ্ছে না এবং তাদেরকে বাসায় যাওয়ার জন্য বলা হয়েছে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা ট্রাফিক ইন্সপেক্টর ২ মুজতবা ট্রাফিক সার্জেন্ট নাজমুল হোসেন ট্রাফিক টিএস আই মকবুল, উত্তম, ট্রাফিক এটিএসআই জাহাঙ্গীর প্রমুখ।

নারায়নগঞ্জ থেকে পাঁচ দিনে চুয়াডাঙ্গায় এসেছেন ২৬৫ জন

ঢাকা-নারায়নগঞ্জ থেকে আসা মানুষদের নিয়ে আতংকে আছেন চুয়াডাঙ্গার সচেতন মানুষরা। এদের মাধ্যমেই চুয়াডাঙ্গায় করোনা ছড়িয়ে পড়ার আশংকা করছেন অনেকে। এ দুটি জেলা থেকে অনেকেই চুয়াডাঙ্গায় ফিরে ঘরে না থেকে বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, গত পাঁচ দিনে ঢাকা ও নারায়নগঞ্জ থেকে চুয়াডাঙ্গায় এসেছেন ২৬৫ জন। তাদের হোম কোয়ারেন্টিনে রাখা হয়েছে। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত হোম কোয়ারেন্টিনে আছেন ৩৯৭ জন। নতুন কেউ আক্রান্ত জেলা থেকে এলেই তাকে হোম কোয়ারেন্টিনে রাখা হচ্ছে।

অভিযোগ উঠেছে, অতি সম্প্রতি চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার হাজরাহাটি গ্রামে নারায়নগঞ্জ থেকে আসেন এক যুবক। এসেই সে গা ঢাকা দিয়েছে। তাকে খুজে পাওয়া যাচ্ছে না। তার আত্মগোপনে থাকার কারণে এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছে আতংক। পৌর এলাকার মুন্সীপাড়ার এক যুবকও নারায়নগঞ্জ থেকে এসে গোপনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার জানান, জেলা প্রশাসন

কঠোর অবস্থানে আছে। ঢাকা-নারায়নগঞ্জ থেকে আসা কাউকে কোনোক্রমেই ঘরের বাইরে যেতে দেওয়া হবে না। তাদের হোম কোয়ারেন্টিন নিশ্চিত করা হবে। কেউ গোপনে এসে থাকলে প্রশাসনকে জানানোর অনুরোধ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে আজ পর্যন্ত কোন করোনা সনাক্ত হয়নি

মেহেরপুরে আজ পর্যন্ত কোন করোনা আক্রান্ত রোগী সনাক্ত হয়নি। আজ পর্যন্ত মেহেরপুর জেলা করোনা মুক্ত বলে জানান মেহেরপুর সিভিল সার্জন।

আজ বৃহস্পতিবার ২২ জনের রিপোর্ট এসেছে এদের মধ্যে সবাই করোনা নেগেটিভ।

এর আগে বুধবার পর্যন্ত রিপোর্ট এসেছিল ৮৪ জনের মোট মেহেরপুর জেলায় ১০৬ জনের করোনা রিপোর্ট এসেছে এদের প্রত্যেকের নেগেটিভ।

মেহেরপুর সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

খুলনায় সংগ্রহ করা নমুনা ত্রুটিপূর্ণ, বাতিল হলো ৩০০টি

সংগ্রহের প্রক্রিয়া ত্রুটিপূর্ণ হওয়ায় খুলনার বিভিন্ন উপজেলা ও বিভাগের বিভিন্ন জেলা থেকে পরীক্ষার জন্য আসা অনেক নমুনাই বাতিল হয়ে যাচ্ছে। আবার অনেক নমুনা কোনো রকমে পরীক্ষা করা হচ্ছে। খুলনা মেডিকেল কলেজের মাইক্রোবায়োলজি বিভাগে স্থাপিত করোনাভাইরাস পরীক্ষার ল্যাবের সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে এসব

তথ্য জানা গেছে।

পরীক্ষাগার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, করোনাভাইরাস একটি নতুন ভাইরাস। এ কারণে যাঁরা নমুনা সংগ্রহ করছেন, তাঁদের সংগ্রহ পদ্ধতি হয়তো ভালোভাবে জানা নেই, তাই এ সমস্যা হচ্ছে। প্রথম দিকে প্রায় প্রতিটি নমুনাই ত্রুটিপূর্ণ ছিল। তবে সংগ্রহকারীদের সংগ্রহের পদ্ধতি সম্পর্কে কিছুটা ধারণা দেওয়ার পর এখন সংগ্রহ করা নমুনা কিছুটা ভালো পাওয়া যাচ্ছে। তাঁরা বলছেন, প্রতিদিনই বিভাগের বিভিন্ন জেলা থেকে নমুনা সংগ্রহ করে পাঠানো হচ্ছে। তবে সেসব নমুনার কোনোটিই সঠিকভাবে সংগ্রহ করা হয়নি। সঠিক পদ্ধতিতে নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে মাত্র ২০ শতাংশ। তবে যেভাবে নমুনা পাওয়া যাচ্ছে, তা দিয়েই পরীক্ষা কার্যক্রম চলছে। প্রথম দিকে অর্থাৎ ৬, ৭ ও ৮ এপ্রিলের পাওয়া বেশির ভাগ নমুনাই নষ্ট হয়ে যায়। এ কারণে তিন শর মতো নমুনা বাতিল করতে হয়েছে।

করোনাভাইরাস পরীক্ষার জন্য খুলনা মেডিকেল কলেজের মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের একটি পরীক্ষাগারকে বায়ো-সেফটি পরীক্ষাগার হিসেবে তৈরি করা হয়েছে। আর সেখানেই প্রতিস্থাপন করা হয়েছে পিসিআর যন্ত্র। ৪ এপ্রিল পরীক্ষাগারটি পুরোপুরি প্রস্তুত হয়ে যায়। পরীক্ষাগার–সংশ্লিষ্টদের প্রশিক্ষণের পর ৭ এপ্রিল সেটি উদ্বোধন করা হয়।

উদ্বোধনের প্রথম দিন পরীক্ষার জন্য বিভাগের বিভিন্ন জেলার ১২টি নমুনা পিসিআর যন্ত্রে বসানো হয়। পরদিন ১০টি বাড়িয়ে ২২টি পরীক্ষা করা হয়। আর গত বৃহস্পতিবার ৩৪টি, শুক্রবার ৩৭টি, শনিবার ২২টি ও রোববার ২২টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়। এ ছাড়া সোমবার ৪৩টি ও মঙ্গলবার ৬০টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

খুলনায় পরীক্ষা করা ওই নমুনার মধ্যে চারটিতে করোনাভাইরাসের উপস্থিতি পাওয়া গেছে। এর মধ্যে সোমবার ওই পরীক্ষাগারে প্রথমবারের মতো কোনো নমুনা করোনাভাইরাস ধরা পড়ে। ওই দিন যাঁর নমুনায় করোনাভাইরাসের উপস্থিতি পাওয়া যায়, তাঁর বাড়ি যশোরের মনিরামপুর উপজেলায়। পরদিন মঙ্গলবার দুজনের নমুনায় পাওয়া যায় করোনাভাইরাস। ওই দুজনের একজন খুলনা নগরের, অন্যজনের বাড়ি নড়াইলের লোহাগড়া উপজেলায়। সর্বশেষ মঙ্গলবার বাগেরহাটের চিতলমারী উপজেলার একজনের নমুনায় করোনাভাইরাস পাওয়া গেছে।

ওই পরীক্ষাগারের একমাত্র মেডিকেল টেকনোলজিস্ট হিসেবে আছেন মো.

সেলিমুজ্জামান। জানতে চাইলে তিনি প্রথম আলোকে বলেন, প্রতিদিন বিভিন্ন জায়গা থেকে ৬০-১০০টি পর্যন্ত নমুনা পাঠানো হচ্ছে। তবে কোনো নমুনাই শতভাগ সঠিকভাবে সংগ্রহ করা হচ্ছে না। ২০ শতাংশ নমুনা কিছুটা ভালো মানের। অন্যগুলোর মান একেবারেই ভালো নয়। এ কারণে অনেক নমুনা বাদ দিতে হচ্ছে, আবার অনেক নমুনা খুব কষ্ট করে পরীক্ষা করতে হচ্ছে। করোনাভাইরাসের নমুনা সংগ্রহকারীদের বিশেষ প্রশিক্ষণ নেওয়ার প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন তিনি।

পরীক্ষাগারের দায়িত্বে থাকা মেডিকেল কলেজের মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক এস এম তুষার আলম বলেন, খুব বেশি নমুনা স্টক করে রাখা নেই। তবে প্রথম দিকে যেসব নমুনা পাওয়া গিয়েছিল, তার বেশির ভাগই ছিল ত্রুটিপূর্ণ। এ কারণে অনেক নমুনা বাদ দিতে হয়েছে।

জানতে চাইলে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, খুলনার পরিচালক রাশেদা সুলতানা প্রথম আলোকে বলেন, প্রথম দিকে পাওয়া নমুনাগুলোর বেশির ভাগই ছিল ত্রুটিপূর্ণ। তবে ওই সমস্যা অনেকটা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়েছে। নমুনা সংগ্রহকারীদের কয়েকবার অনলাইনের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। সূত্র-প্রথম আলো

করোনায় আক্রান্ত শুনে পালালেন, ধরা পড়ে এখন আইসোলেশনে

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন শুনে ঢাকায় আইসোলেশনে না থেকে পালিয়ে সুনামগঞ্জে বাড়িতে চলে যান এক যুবক। স্বাস্থ্য বিভাগ বিষয়টি জানতে পেরে গতকাল বুধবার রাতে তাঁকে আইসোলেশনে নিয়ে যায়।

সুনামগঞ্জ জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, ওই যুবক ঢাকায় একটি ওষুধ কোম্পানিতে কাজ করেন। সম্প্রতি করোনাভাইরাসের উপসর্গ দেখা দিলে তিনি নমুনা পরীক্ষা করেন। সরকারের রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর) জানায়, তিনি

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত। তাঁকে আইসোলেশনে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়। একই নির্দেশ দেয় তাঁর প্রতিষ্ঠানও। কিন্তু তিনি তা না মেনে ১৩ এপ্রিল ঢাকা থেকে সুনামগঞ্জের বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় নিজ বাড়িতে চলে যান।

বাইরে থেকে একজন এসেছেন শুনে পরের দিন বিশ্বম্ভরপুর উপজেলা স্বাস্থ্য বিভাগের লোকজন ওই যুবকের বাড়িতে যান। তখনো স্বাস্থ্য বিভাগের লোকজন জানতেন না যে ওই ব্যক্তি করোনাভাইরাসে আক্রান্ত। তাই ১৪ দিন নিজ বাড়িতে কোয়ারেন্টিনে থাকার পরামর্শ দিয়ে তাঁরা চলে যান। কিন্তু গতকাল আইইডিসিআর থেকে জেলা সিভিল সার্জন মোহাম্মদ শামস উদ্দিনকে ওই ব্যক্তির নাম-ঠিকানা দিয়ে পুরো বিষয়টি জানানো হয়। সিভিল সার্জন জানান উপজেলা স্বাস্থ্য বিভাগকে। পরে উপজেলা স্বাস্থ্য বিভাগের লোকজন পুলিশ নিয়ে ওই বাড়িতে যান। এরপর বিশেষ অ্যাম্বুলেন্সে করে তাঁকে বিশ্বম্ভরপুর থেকে সুনামগঞ্জ শহরে নেওয়া হয়। গতকাল রাত সাড়ে নয়টায় তাঁকে ভর্তি করা হয় সদর হাসপাতালের করোনো আইসোলেশন ওয়ার্ডে।

বিশ্বম্ভরপুর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা চৌধুরী জালাল উদ্দিন মুর্শেদ বলেন, ওই যুবক করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার তথ্য গোপন করেছেন।

সুনামগঞ্জ সদর হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক বিষ্ণু প্রসাদ চন্দ বলেন, ওই যুবক একেক সময় একেক কথা বলছিলেন। তিনি স্বীকার করতেই রাজি নন যে তিনি করোনাভাইরাসে আক্রান্ত। পরে তাঁর প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের (এমডি) সঙ্গে তাঁর কথা বলিয়ে দিলে তিনি বিষয়টি স্বীকার করেন। ওই ব্যক্তি আবার যাতে পালিয়ে যেতে না পারেন, সে জন্য আইসোলেশন ওয়ার্ডের দায়িত্বরত ব্যক্তিদের সর্তক থাকতে বলা হয়েছে। সূত্র-প্রথম আলো